যুগান্তর

তারিখ ... 21 JAN 20
পৃষ্ঠা ... 8 ... কলাম ... 8

সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য শিক্ষা খাতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পিছিয়ে থাকার সুযোগ নেই। সম্প্রতি বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় আমাদের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা যে ফল উপহার দিয়েছে, তাতে এটাই স্পষ্ট হয়, এই শিক্ষার্থীরা নতুন কিছু জানার জন্য উন্মুখ। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তাদের অদম্য আগ্রহকে শিক্ষকরা কাজে লাগাতে সক্ষম কিনা? এ বিষয়ে হতাশাজনক জবাব হচ্ছে— প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের বিপুলসংখ্যক শিক্ষক ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের জানার কৌতূহল মেটাতে সক্ষম নন। সোমবার যুগান্তরে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে দেশে ৪৫ ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নে অক্ষম!

শিক্ষাদানে সব শিক্ষকের সক্ষমতা সমান না হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু যখন বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের শিক্ষাদানের সক্ষমতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়, তখন তা উদ্বেগের বিষয় বৈকি। যেসব শিক্ষক সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়নে সক্ষম নন, তারা শিক্ষাদানে কতটা সফল? চালু হওয়ার পাঁচ বছর পরও যেসব শিক্ষক সৃজনশীল পদ্ধতি আয়ত্ত করতে সক্ষম হননি— তাদের শিক্ষাদানের মান কতটা প্রশ্নবিদ্ধ তা সহজেই অনুমেয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের দুর্বলতা অত্যন্ত দুঃখজনক। যথাযথ উদ্যোগ নিয়ে উল্লিখিত শিক্ষকদের দুর্বলতা কাটানো জরুরি।

সারা দেশে বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের সক্ষমতা এমন প্রশ্নবিদ্ধ হলেও ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা নিজ উদ্যোগেই অব্যাহত ভালো ফল উপহার দিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের এ সাফল্যে আত্মতুষ্টির পাশাপাশি তারা যাতে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষমতা অর্জনে পিছিয়ে না পড়ে, তা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে। সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ওপর যে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, এটি সর্বমহলে প্রশংসিত হচ্ছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের পাবলিক পরীক্ষায় বিভিন্ন সূচকে সাম্প্রতিক অগ্রগতিও ইতিবাচক। কিন্তু দেশের বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের অদক্ষতা শিক্ষা খাতের দুরবস্থাই তুলে ধরে। অদক্ষ শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার পাশাপাশি তাদের জীবনমানের উন্নয়নেও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া দরকার। মেধাবীরা যাতে শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট হয়, সেজন্য এ খাতে উচ্চতর বেতন স্কেল চালু করা প্রয়োজন।

সৃজনশীল পদ্ধতির শিক্ষাদানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের যেসব শিক্ষকের সক্ষমতা কম, তাদের বিষয়ে কঠোর হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আমরা মনে করি, শিক্ষকদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণই বেশি কার্যকর। তবে অব্যাহত শিক্ষক প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়। শিক্ষকদের যারা প্রশিক্ষণ দেন, তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকাও জরুরি। সরকার শিক্ষা খাতে যতই গুরুত্ব দিক না কেন, অভিভাবকদের সচেতনতার অভাবে এ খাতে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অনিশ্চিত হয়ে পড়তে পারে। সংশ্লিষ্ট সবার সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে।